

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<p style="text-align: center;">বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগ (ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র) উপস্থিতঃ</p> <p style="text-align: center;">বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল</p> <p style="text-align: center;">ফৌজদারী আপীল নং ১০২০১/২০২২</p> <p>মোঃ বজলুর রশীদ -----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী।</p> <p style="text-align: center;">-বনাম-</p> <p>রাষ্ট্র ও অন্য -----প্রতিবাদীদ্বয়</p> <p>এ্যাডভোকেট মোঃ মাসুদ-উল-হক সংগে এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ হুমায়ন কবির ---সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে।</p> <p>সিনিয়র এ্যাডভোকেট মোঃ খুরশীদ আলম খান সংগে এ্যাডভোকেট টাইটাস হিল্লোল রেমা ----- দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে।</p> <p>এ্যাডভোকেট মোঃ নুরউস সাদিক চৌধুরী, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে এ্যাডভোকেট লাকী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল -- ১নং প্রতিপক্ষ পক্ষে।</p> <p>শুনানী তারিখঃ ০২.০৫.২৩, ২১.০৫.২৩, ২২.০৫.২৩, ২৩.০৫.২৩, ৩০.০৫.২৩, ০৫.০৬.২৩, ০৬.০৬.২৩, ০৮.০৬.২৩, ১৩.০৬.২৩, ১৫.০৬.২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ১৮.০৬.২০২৩।</p> <p>বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ</p> <p>বিজ্ঞ বিশেষ জজ, ৫ম আদালত, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং- ০৮/২০২০ [দুদক সজেকা ঢাকার মামলা নং- ৭(১০)২০১৯, এ.সি.সি. জি.আর. নং- ১২৫/২০১৯, মেট্রোঃ বিশেষ মামলা নং- ১৪৪/২০১৯ হতে উদ্ধৃত]-এ অত্র আপীলকারী মোঃ বজলুর রশীদ-কে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৭(১) ধারার অভিযোগে অভিযুক্ত করে উক্ত ধারায় ৫ (পাঁচ) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ (ছয়) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান এবং জ্ঞাত আয় বহির্ভূত ৩,১৪,৩৫,৯০২/- টাকার সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে জব্দ করার বিগত ইংরেজী ২৩.১০.২০২২ তারিখের রায় ও দন্ডদেশের বিরুদ্ধে অত্র আপীল।</p>

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<p>অত্র আপীলটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যেঃ-</p> <p>মোঃ সালাহউদ্দিন, উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয় ঢাকা বিগত ইংরেজী ২০.১০.১৯ তারিখে এজাহার দাখিল করে বর্ণনা করেন যে, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার নথি নং-০০.০১.০০০০.৫০২.০১.১০৬.১৯ এর অভিযোগ অনুসন্ধানকালে মোঃ বজলুর রশীদ, ডিআইজি প্রিজন (হেড কোয়ার্টার্স), কারা অধিদপ্তর, ঢাকা; বর্তমান ঠিকানাঃ ৩০/১, উমেষ দত্ত রোড, বকশী বাজার, ঢাকা রূপায়ন হাউজিং এস্টেট কর্তৃক ৫৫/১ (পুরাতন), ৫৬/৫৭ (নতুন), সিদ্ধেশ্বরী রোড, রমনা, ঢাকায় বাস্তবায়নাধীন রূপায়ন স্বপ্ন নিলয় প্রকল্প ২নং ভবনের ২য় তলায় ২৯৮১ বর্গফুট আয়তনের এপার্টমেন্ট ক্রয়ের জন্য বিগত ইংরেজী ২৪.০৪.২০১৮ তারিখে রূপায়ন হাউজিং এস্টেটের সাথে ৩,০৯,০০,০০০/- (তিন কোটি নয় লক্ষ) টাকা মূল্যে চুক্তিনামা দলিল সম্পাদন করেন। অনুসন্ধানকালে বর্ণিত এপার্টমেন্টের ক্রয়মূল্য বাবদ পরিশোধিত ৩,০৮,০০,০০০/- (তিন কোটি আট লক্ষ) টাকার স্বপক্ষে কোন বৈধ উৎস মোঃ বজলুর রশীদ প্রদর্শন করতে পারেনি। এমনকি বর্ণিত এপার্টমেন্টটি ক্রয় সংক্রান্ত কোন তথ্যও তার আয়কর নথিতে তিনি প্রদর্শন করেননি। ফলে বর্ণিত এপার্টমেন্টটির মূল্য বাবদ পরিশোধিত ৩,০৮,০০,০০০/- (তিন কোটি আট লক্ষ) টাকা তার জ্ঞাত আয়ের উৎসের সহিত অসংগতিপূর্ণ; যা দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৭(১) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ।</p> <p>মোঃ নাসির উদ্দিন, উপ-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক অত্র মোকদ্দমাটি তদন্ত করে অভিযোগপত্র নং ৩৬ তারিখ ২৪.০৮.২০২০ দাখিল করে অসাধু উপায়ে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সহিত অসংগতিপূর্ণ ৩,১৪,৩৫,৯০২/- (তিন কোটি চৌদ্দ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার নয়শত দুই) টাকা মূল্যের অবৈধ সম্পদের মালিকানা অর্জনের অপরাধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৭(১) ধারায় মোঃ বজলুর রশীদ, ডিআইজি প্রিজন (হেড কোয়ার্টার্স), কারা অধিদপ্তর, ঢাকা শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন মর্মে অভিযোগপত্র ৩৬ তারিখ ২৪.০৮.২০২০ দাখিল করেন।</p> <p>অতঃপর বিজ্ঞ বিশেষ জজ (জেলা ও দায়রা জজ), ৫ম আদালত, ঢাকা বিগত ইংরেজী ২২.১০.২০২০ তারিখে আসামী মোঃ বজলুর রশীদ এর বিরুদ্ধে অসাধু উপায়ে ৩,১৪,৩৫,৯০২/- (তিন কোটি চৌদ্দ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার নয়শত দুই) টাকা মূল্যের জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদের মালিকানা অর্জন ও নিজের ভোগ দখলে রাখার অপরাধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৭(১) ধারায় অভিযোগ গঠন করেন।</p> <p>দুর্নীতি দমন কমিশন অত্র মোকদ্দমায় ১৪ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য উপস্থাপন করেন। অপরদিকে আসামী পক্ষ ৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য উপস্থাপন করেন।</p> <p>জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন, বিজ্ঞ বিশেষ জজ, বিশেষ আদালত নং-৫, ঢাকা দালিলিক ও মৌখিক সাক্ষ্য পর্যালোচনান্তে বিগত ইংরেজী ২৩.১০.২০২২ তারিখে প্রদত্ত রায় ও দন্ডাদেশে আসামীকে বর্ণিত দন্ডাদেশ প্রদান করেন। উপরিলিখিত রায় ও দন্ডাদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে মোঃ বজলুর রশীদ অত্র আপীলটি দায়ের করেন।</p> <p>আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক</p>

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<p>উপস্থাপন করে নিবেদন করেন যে, ফৌজদারি আইনের সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম এই যে, যদি একই বিষয়ে বা একই সাক্ষ্য থেকে দুই ধরনের ভিন্ন ভিন্ন মতামত প্রদান করা সম্ভব হয়, তাহলে যে মতামতটি আসামির জন্য সুবিধাজনক হবে তাহাই প্রাধান্য পাবে। এ প্রসঙ্গে তিনি Babban Singh @ Daddan Singh Vs. State of Bihar [Criminal Appeal (SJ) No.355 of 2018] High Court of Patna. মোকদমার সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করেন।</p> <p>বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, দুদক আইনের ২(ক) ধারায় অত্র আইনের বিধানাবলীর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। উক্ত প্রাধান্য কেবল অত্র আইনের বর্ণিত ধারা বা উপধারা বা বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইহা দ্বারা সাক্ষ্য আইন, চুক্তি আইন, রেজিস্ট্রেশন আইন, সম্পত্তি হস্তান্তর আইন কিংবা রিয়েল এস্টেট উন্নয়নের ব্যবস্থাপনা আইন ইত্যাদির প্রয়োগকে বাতিল করা হয়নি। অন্যদিকে দুদক আইনের ২৭(২) ধারায় আসামীর উপর অভিযোগ খন্ডনের বিধান করা হলেও তার বিরুদ্ধে আনীত জ্ঞাত আয়ের বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অবশ্যই রাষ্ট্রপক্ষকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে হবে। এটাই ফৌজদারি আইন এবং ন্যায় বিচারের নীতি। আসামী পক্ষের দুর্বলতার সুযোগ কোনভাবেই রাষ্ট্র পক্ষকে প্রমাণের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান করবে না। অধিকন্তু অত্র আপিলকারী এবং ডি ডবি- উ ৫ যিনি রূপায়ণের লোন এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে অত্র আপিলকারী সর্বমোট রূপায়ণ কে ১,০৫,০০,০০০/- (এক কোটি পাঁচ লক্ষ) টাকা পরিশোধ করেছেন এবং রূপায়ণের সিনিয়র ক্রেডিট রিয়লাইজেশন ম্যানেজার মোহাম্মদ ইকবাল রশিদ স্বাক্ষরিত এবং রূপায়ণের অফিসিয়াল প্যাডে লিখিত গত ০৪.০৮. ২০১৯ তারিখে পত্রের মাধ্যমে স্বীকার করেছেন যে, রূপায়ন অত্র আপীলকারীর নিকট থেকে সর্বমোট ১,০৫,০০,০০০/- (এক কোটি পাঁচ লক্ষ) টাকা গ্রহণ করেছে। অতএব এটা স্বচ্ছ কাঁচের মতো পরিষ্কার যে, অত্র আপিলকারী রূপায়ণকে সর্বমোট ১,০৫,০০,০০০/- (এক কোটি পাঁচ লক্ষ) টাকা পরিশোধ করেছেন। এর অধিক নয়। যা আপীলকারীর দাখিলী কাগজপত্র, সাক্ষী এবং আয়কর নথি দৃষ্টে প্রমাণিত। অন্য দিকে রাষ্ট্রপক্ষ রূপায়ণ এর পাঁচটি কার্বন কপি রশিদের মাধ্যমে দাবি করেছেন যে রূপায়ন অত্র আপীলকারীর নিকট থেকে ৩,০৯,০০,০০০/- (তিন কোটি নয় লক্ষ) টাকা নগদ এবং চেকের মাধ্যমে গ্রহণ করেছেন রূপায়ন কর্তৃক ইস্যুকৃত বিগত ইংরেজী ০৪/০৮/২০১৯ তারিখের পত্র এবং ০৫টি কার্বন রশিদের সর্বমোট পরিশোধিত টাকা যোগ করলে দাঁড়ায় ৪,১৪,০০,০০০/- (চার কোটি চৌদ্দ লক্ষ) টাকা, যা বাস্তবতা বিবর্জিত এবং রাষ্ট্রপক্ষের পুরো অভিযোগকে সন্দেহযুক্ত হিসেবে সাব্যস্ত করে। রাষ্ট্রপক্ষ গুনানিতে দাবি করেন, ডি ডবি- উ ৫ এর সাক্ষ্য এবং জেরা রাষ্ট্রপক্ষের দাবির যথার্থতা প্রমাণ করে যা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। কেননা ডি ডবি- উ ৫ এর জবানবন্দী ও জেরার মতে, রূপায়ন ও আপিলকারীর মধ্যে দুইটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। সেখানে আপিলকারী এক কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা পরিশোধ করেছেন। যার কারণে বিগত ইংরেজী ৩১.০৮.২০১৯ তারিখে আপিলকারী ও রূপায়ণের মধ্যে ১,০৫,০০,০০০/- (এক কোটি পাঁচ লক্ষ) টাকার ২য় একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অর্থাৎ আপিলকারী ৩,০৯,০০,০০০/- (তিন কোটি নয় লক্ষ) টাকা</p>

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<p>পরিশোধ করেছেন; এমন কথা উক্ত ডি ডবি-উ ৫ তার জবানবন্দি কিংবা জেরা কোথাও বলেননি। সুতরাং ডি ডবি-উ -০৫ এর জবানবন্দী ও জেরার মাধ্যমে রাষ্ট্রপক্ষের আনিত অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে।</p> <p>বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, বিগত ইংরেজী ২০.১০.২০১৯ তারিখে অত্র আপিলকারীকে দুদক অফিস থেকে গ্রেফতার করা হলেও তদন্তকারী কর্মকর্তা আপিলকারীকে গ্রেফতারপূর্বক বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দকরণ পত্রে উলে-খ করেছেন যে, তিনি আপিলকারীকে সেগুনবাগিচা এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছেন। গ্রেফতারের সময় আপিলকারী ইউনিফর্ম পরিহিত ছিলেন। আপিলকারীকে দুদক অফিসে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে গ্রেফতার করে দুদক হাজত খানায় আটক রাখে। সেখানে পূর্ব পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পূর্ব থেকেই তৈরিকৃত তার পরিমাপের নতুন একটি প্যান্ট, একটি শার্ট ও একটি বেল্ট দিয়ে আপিলকারীর ইউনিফর্ম তারা নিয়ে নেয়। এ সব থেকেই স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পুরো মামলাটি ছিল একটি সাজানো নাটক।</p> <p>বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা ঘটনাস্থল অর্থাৎ রূপায়নের অফিস হতে মানি রিসিটসহ অন্যান্য কাগজপত্র জব্দ করেননি। ১ম জব্দ তালিকার আলামত বিগত ইংরেজী ২৯.১২.২০১৯ তারিখে পি ডবি-উ ২ আরমান আহমেদ চৌধুরী দুদক অফিসে স্বশরীরে এসে হস্তান্তর করেন। অন্যদিকে ২য় জব্দ তালিকার আলামত বিগত ইংরেজী ২৮.০৭.২০২০ তারিখে পি ডবি-উ ১০ মিজানুর রহমান দেওয়ান তদন্তকারী কর্মকর্তার চাহিদা মোতাবেক ০২ টি ডকুমেন্ট দুদক অফিসে পাঠান। যার কোন জব্দ তালিকা করা হয় নি। সুতরাং এ সব কাগজপত্রের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে আবশ্যিকভাবে সন্দেহ তৈরি করে। অন্যদিকে, পি ডবি-উ ০১ ও এজাহারকারী বিগত ইংরেজী ১৩.১০.২০১৯ তারিখের রিকুইজিশন লেটার এর প্রেক্ষিতে বিগত ইংরেজী ১৭.১০.২০১৯ তারিখে কাগজপত্র ঘটনাস্থল থেকে সংগ্রহ করেন। একই কাগজপত্র ভিন্ন ভিন্ন তারিখে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা সংগ্রহ, প্রেরণ বা গ্রহণ উক্ত মামলার গ্রহণযোগ্যতা ব্যাপারে চরম সন্দেহ তৈরি করে।</p> <p>বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, মানি রিসিটগুলো আদালতে লিখিত মতে বিনা আপত্তিতে প্রদর্শিত হয়েছে বিধায় উহা অত্র আপিলকারী কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে বলে রাষ্ট্রপক্ষের আইনী যুক্তি ভিত্তিহীন। কেননা বিনা আপত্তিতে কোন স্বাক্ষর প্রদর্শিত হলে তার ভিত্তিতে আদালত আসামির বিপক্ষে কোনরকম আইনি অনুমান করতে পারবেন না, বরং আদালতকে এই মর্মে অবশ্যই সন্তুষ্ট হতে হবে যে, উক্ত প্রদর্শিত স্বাক্ষরগুলো যথার্থ এবং বিশ্বাসযোগ্য। এর সমর্থনে শোভা রানী গুহ বনাম আবদুল আওয়াল মিয়া [৪৭ ডিএলআর (এডি)৪৭] মোকদ্দমা উপস্থাপন করেন। যার ১২তম প্যারায় বলা হয়েছে যে,- “The production of a certified copy of a sale-deed does not, however, warrant the presumption of the execution of the original document. A party producing secondary evidence of a document is not relieved</p>

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<p>of the duty of proving the execution of the original. Even in a case without a document is exhibited without objection the Court is to be satisfied as to the execution of the document.”</p> <p>বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, মূল মানি রিসিটগুলো আদালতে প্রদর্শিত হয়নি, বরং অত্র মামলায় কার্বন মানি রিসিট প্রদর্শন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মূল মানি রিসিট অবশ্যই প্রদর্শন করতে হবে। মূল মানি রিসিটের অবর্তমানে কার্বন রশিদের কোন সাক্ষ্যগত মূল্য নেই। এর সমর্থনে তিনি হাজী ওয়াজীউল্লাহ বনাম অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার [৪১ ডিএলআর (এডি) (১৯৮৯)১০৩, ১০৪] মোকদ্দমা উপস্থাপন করেন, যার ১৪ তম প্যারায় বলা হয়েছে- “Secondary evidence of a document is admissible in the cases specifically mentioned in s. 65 of the Evidence Act and if the original is not available, reason for non-availability must be given.” একইভাবে তিনি বিইপিজেডএ বনাম আব্দুল মান্নান [৬৬ ডিএলআর (এডি) (২০১৪) ৯১] মোকদ্দমা উপস্থাপন করেন। যার ২০তম প্যারাতে বলা হয়েছে- “As regards admissibility of the photo copies of some documents of the tender file which were marked as Exhibits-I series, in the instant case the High Court Division elaborately discussed the relevant provisions of law as to the admissibility of documentary evidence. The photocopies of some documents of the tender file are secondary evidence. Admissibility of secondary evidence is regulated by section 63 of the Evidence Act, 1872. The High Court Division rightly noticed that admittedly the original tender documents are in the possession of the defendant-petitioner. Section 65 of the Evidence Act provides that secondary evidence may be given of the existence, condition or contents of a document when the original is shown or appears to be in possession or power of the person against whom the document is sought to be proved or of any person legally bound to produce it, or when the existence, condition or contents of the original have been proved to be admitted in writing by person against whom it is proved or by his representative in interest.”</p> <p>বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, প্রদর্শনীর ১০ এর কোন সুনির্দিষ্ট স্বাক্ষ্যগত মূল্য নেই। কারণ উক্ত পত্রের মাধ্যমে পি ডবি- উ ১০ মিথ্যার অবতারণা করে ১,০৫,০০,০০০/- (এক কোটি পাঁচ লক্ষ) টাকার ডিডের মূল কপি এবং দ্বিতীয় চুক্তির বিগত ইংরেজী</p>

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<p>০১.০৮.২০১৯ তারিখের আবেদনপত্রের মূল কপি (যা সৃজিত) দুদকে বরাবর সরবরাহ করেছেন। কারণ পি, ডবিউ- ১৩ তার জেরায় স্বীকার করেছেন যে, ১,০৫,০০,০০০/- (এক কোটি পাঁচ লক্ষ) টাকার মূল চুক্তিনামা আপিলকারির কাছে ছিল। ফলে আপিলকারীর মূল চুক্তিটি পি. ডবিউ-১০ জনাব মিজানুর রহমান দেওয়ান কর্তৃক অত্র মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা বরাবরে বিগত ইংরেজী ২৮.০৭.২০২০ তারিখে প্রদান এর দাবী/তথ্য মিথ্যা। এতে এটি প্রতীয়মান যে, দুদক এবং রূপায়ণ পরস্পর যোগসাজশে অত্র মামলার কাগজপত্র ও ঘটনা সৃজন করেছে। ফলে ২৭ (২) ধারা অনুযায়ী আদালত কর্তৃক আইনগত অনুমান সঠিক হয়নি।</p> <p>বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, আপিলকারীর মা তার নিজস্ব সম্পদ আপীলকারী বরাবর হেবা প্রদান করেছেন। শুধু এ কারণেই প্রমাণিত হয় না যে, উক্ত জমি আপীলকারীর টাকায় ক্রয়কৃত। ইহা একটি অনুমান নির্ভর সিদ্ধান্ত যা আইনের দৃষ্টিতে অকার্যকর। এতদসত্ত্বেও অত্র আপিলকারী কর্তৃক অর্জিত সকল সম্পত্তি তার আয়কর নথিতে প্রদর্শিত এবং নিষ্পত্তিকৃত।</p> <p>বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, বিজ্ঞ বিচারিক আদালত তার রায়ে বলেছেন যে, প্রদর্শনী- ০৯ আপিলকারী কর্তৃক স্বীকৃত। প্রকৃত পক্ষে প্রদর্শনী- ৯ আপীলকারী কখনও স্বীকার করে নাই বরং এটি একটি সৃজিত আবেদন।</p> <p>বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, অত্র মামলায় ০৫ টি কার্বন রশিদের কপি প্রদর্শিত হয়েছে। এজাহারকারীর বক্তব্য অনুযায়ী বিগত ইংরেজী ২৪.০৪.২০১৮ তারিখের ৭২৫১৩ নং মানি রশিদে টাকার পরিমাণ ছিল ২,১৮,৪৬,০০০/- (দুই কোটি আঠারো লক্ষ ছেচলি- শ হাজার) টাকা। অথচ বিগত ইংরেজী ২৯.১২.২০১৯ তারিখের জন্ম তালিকা, এবং অভিযোগ পত্র ও তদন্তকারী কর্মকর্তার দেওয়া জবানবন্দী মতে টাকার পরিমাণ ছিল ২,২০,০০,০০০/- (দুই কোটি বিশ লক্ষ) টাকা। কয়েকটি মানি রিসিটে গ্রহণের তারিখ ভিন্ন। মানি রিসিটে কে স্বাক্ষর করেছেন, তার নাম পদবী কিছুই উলে-খ নেই। মানি রিসিটের কোনটিতে স্বাক্ষর করা হয়েছে কোনটিতে করা হয়নি। টাকার পরিমাণ কোনটিতে লেখা হয়েছে আবার কোনটিতে লেখা হয়নি। স্বাক্ষরে গরমিল পরিলক্ষিত। একটিতে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যত্যয় করে উপরে লেখা হয়েছে। এগুলো থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, মানি রিসিটগুলো ভুয়া এবং সৃজিত। মামলার প্রয়োজনেই এসব মানি রিসিটগুলো সৃজন করা হয়েছে।</p> <p>পরিশেষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট নিবেদন করেন যে, আপিলকারী সম্পূর্ণ নির্দোষ। প্রসিকিউশন পক্ষ আপিলকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন। বিজ্ঞ বিচারিক আদালত মামলার সার্বিক ঘটনা ও আইনগত বিষয়ে ভালোভাবে বিশ্লেষণ না করে আপিলকারীকে সাজা দিয়েছেন। আপীলটি মঞ্জুর করে আপীলকারীকে বেকসুর খালাস প্রদান করার প্রার্থনা করেন।</p> <p>বিজ্ঞ সিনিয়র এ্যাডভোকেট মোঃ খুরশীদ আলম খান ২নং প্রতিপক্ষ দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে বলেন যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা মোঃ নাসির উদ্দিন,</p>

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<p>১৪নং সাক্ষী হিসেবে তার সাক্ষ্য বলেন যে, “----মামলাটি তদন্তকালে মোঃ বজলুর রশীদের বিগত ইংরেজী ২০/৭/২০২০ তারিখে জন্মকৃত আয়কর নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তাঁর e-TIN (Tax Identification Number) ৫৪৭৩৩০৫৯১৪৭৬, কর সার্কেল- ০ -০৭, কর অঞ্চল-বগুড়া এবং তিনি বিগত ইংরেজী ১৯৯৮-১৯৯৯ করবর্ষে প্রথম আয়কর রিটার্ন দাখিল করেন। বিগত ইংরেজী ১৯৯৮-১৯৯৯ করবর্ষ থেকে ২০১৯-২০২০ করবর্ষ পর্যন্ত তাঁর দাখিলকৃত আয়কর রিটার্ন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, চাকরি, কৃষি ও গৃহ সম্পত্তি খাত ছিল তাঁর আয়ের উৎস। তার দাখিলকৃত গত ১৯৯৮-১৯৯৯ থেকে ২০১৮-২০১৯ পর্যন্ত করবর্ষের আয়কর রিটার্ন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৯৯৭-১৯৯৮ অর্থ বৎসর থেকে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসর পর্যন্ত চাকরি, কৃষি ও গৃহ সম্পত্তি থেকে তাঁর আয় ছিল মোট ৫২,৩৫,৯৪৮/- টাকা অপরদিকে ১৯৯৭-১৯৯৮ অর্থ বৎসর থেকে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসর পর্যন্ত তার পারিবারিক ব্যয় ছিল ১৮,১০,৫১৫/- টাকা, ক্রয়কৃত জমির রেজিস্ট্রেশন ব্যয় ছিল ৩,৪১,৩৩৫/- টাকা এবং এপার্টমেন্টটির সার্ভিস চার্জ ও সোসাইটি ফি বাবদ পরিশোধ করেছেন ৫৪,০০০/- টাকা (মোট ২২,০৫,৮৫০/- টাকা)। ফলে ১৯৯৭-১৯৯৮ অর্থ বৎসর পর্যন্ত চাকরি, কৃষি ও গৃহ সম্পত্তির আয় থেকে তার সঞ্চয় ছিল (৫২,৩৫,৯৪৮- ২২,০৫,৮৫০) = ৩০,৩০,০৯৮/- টাকা; যা তাঁর বৈধ আয় হিসেবে বিবেচনা করা যায় ফলে ১৯৯৭-১৯৯৮ অর্থ বৎসর থেকে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসর পর্যন্ত তিনি অসাধু উপায়ে (৩,৪৪,৬৬,০০০ ৩০,৩০,০৯৮) = ৩,১৪,৩৫,৯০২/- টাকা মূল্যের সম্পদ অর্জন করেন; যা তার জ্ঞাত আয়ের উৎসের সহিত অসংগতিপূর্ণ। তাঁর আয়কর নথি পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় যে, তিনি ২০১৯-২০২০ করবর্ষে দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের সাথে ১,০৫,০০,০০০/- টাকা মূল্য উলে-খপূর্বক গত ৩১ আগস্ট ২০১৯ তারিখে সম্পাদিত চুক্তি দাখিল করেন এবং দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নে উলে-খ করেন যে, তিনি বিগত ইংরেজী ৩১/৮/২০১৯ তারিখে রূপায়ন হাউজিং এস্টেট লিমিটেড থেকে সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকায় রূপায়ন স্বপ্ন নিলয় প্রজেক্টের ২৯৮১ বর্গফুটের একটি ফ্ল্যাট কার পার্কিংসহ ক্রয় করার জন্য চুক্তিপত্র করেছেন। উক্ত ফ্ল্যাট ক্রয়ের বিনিয়োগ ২০১৯-২০২০ অর্থ বৎসরে সম্পন্ন হয়েছে বিধায় আয়কর আইন অনুযায়ী ২০২০-২০২১ করবর্ষে উক্ত বিনিয়োগ প্রদর্শন করা হবে। তার দাখিলকৃত ২০১৯-২০২০ করবর্ষে দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নে ২৯৮১ বর্গফুটের এপার্টমেন্টটি ক্রয় সংক্রান্ত বিগত ইংরেজী ৩১/৮/২০১৯ তারিখের চুক্তিতে এপার্টমেন্টটির উলি-খিত মূল্য ১,০৫,০০,০০০/- টাকা এবং উক্ত এপার্টমেন্ট ক্রয়ের বিনিয়োগ ২০১৯-২০২০ অর্থ বর্ষে সম্পন্ন হয়েছে মর্মে দাবী সঠিক নয়।” “..... আসামী মোঃ বজলুর রশীদের বিগত ইংরেজী ২২/০৭/২০২০ তারিখের বক্তব্য পর্যালোচনায় জানা যায় যে, তার পিতা মরহুম বশীর উদ্দিন প্রামানিক ছিলেন একজন কৃষিজীবী। তার পিতা ১৯৯২ সনে ইন্ডাকাল করেন। তার মাতা নূরজাহান বেগম ওরফে মোছাঃ নূরজাহান বেওয়া একজন গৃহীনি। বক্তব্য প্রদানের তারিখে তার মাতার বয়স ছিল ৮৯ বছর। তার মাতা জামালপুর উপজেলাধীন নিশিন্দী গ্রামে বসবাস করেন। মামলাটি তদন্তকালে মোছাঃ নূরজাহান বেওয়ার আয়ের এমন কোন উৎস পাওয়া যায়</p>

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<p>নাই যার মাধ্যমে তিনি ৬৬,০০০/- টাকা মূল্যে ১০৮.৫০ শতক জমি এবং ২০,০০,০০০/- টাকা মূল্যে ১০ শতক জমি ও তদস্থিত ০৩ তলা ভবনটি ক্রয় করতে পারেন। মোঃ বজলুর রশীদের বক্তব্য পর্যালোচনায় আরো জানা যায় যে, তার আরো ০২ ভাই ও একবোন রয়েছে। মোছাঃ নূরজাহান বেওয়া তার অপর কোন পুত্র বা একমাত্র কন্যা কোন সম্পদ ক্রয় করে দান করেছেন মর্মে সাক্ষ্য প্রমাণ তদন্তকালে পাওয়া যায়নি। ফলে মোছাঃ নূরজাহান বেওয়া তার পুত্র মোঃ বজলুর রশীদকে যেসব সম্পদ দান করেছেন মর্মে আসামী দাবী করেছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। উপরিউক্ত তথ্যাদি পর্যালোচনায় সুস্পষ্ট যে, আসামী মোঃ বজলুর রশীদ তার অসাধু উপায়ে অর্জিত অর্থের উৎস আড়াল করার কু-মতলবে তার নিজস্ব অর্থায়নে তার মাতার নামে ১০৮.৫০ শতক জমি এবং ১০ শতক জমি ও তদস্থিত ০৩ তলা ভবনটি ক্রয় করেন এবং পরবর্তীতে মোছাঃ নূরজাহান বেওয়া উক্ত সম্পদ আসামী মোঃ বজলুর রশীদকে দান করেন।-----”</p> <p>বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, আপীলকারী এপার্টমেন্টটির মূল্য বাবদ ৫টি কিস্তিতে নগদে ৩,০৯,০০,০০০/- (তিন কোটি নয় লক্ষ) টাকা পরিশোধ করেন যার রশিদ নং- ৪৯৯২৫, ৪৯৯২৮, ৪৯৯৩৪ এবং ৪৯৯৩৭। আপীলকারীর বিনা অপত্তিতে রশিদগুলো বিচারিক আদালতে প্রদর্শনী আকারে চিহ্নিত হয়। উপরিলিখিত দালিলিক প্রমানের ভিত্তিতে এটি প্রমানিত যে, আপীলকারী অসাধু উপায়ে যে অর্থ উপার্জন করেছে তা দিয়েই উক্ত ফ্ল্যাটটি ক্রয় করেন।</p> <p>বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন এর ২ক ধারা অনুযায়ী আপতঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হবে। ফলে চুক্তি আইনের ৬২ ধারা অত্র মোকদ্দমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।</p> <p>বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, সেকেন্ডারী সাক্ষ্যর উপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রদত্ত নজিরগুলো এ মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।</p> <p>বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আরও নিবেদন করেন যে, দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের ২৭(১) ধারা অনুযায়ী সম্পত্তির দখল সম্পর্কে সন্দেহজনক ব্যাখ্যা প্রদান করতে ব্যর্থ হলে দণ্ড প্রাপ্ত হবেন এবং সম্পত্তিসমূহ বাজেয়াপ্ত হবে। অত্র মোকদ্দমায় আপীলকারী সন্দেহজনক ব্যাখ্যা দিতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন।</p> <p>বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট পরিশেষে নিবেদন করেন যে, দুর্নীতি দমন কমিশন সন্দেহহীনভাবে দালিলিক এবং মৌখিক সাক্ষ্যর ভিত্তিতে অত্র মোকদ্দমা প্রমান করতে সক্ষম হয়েছে।</p> <p>আপীলকারী মোঃ বজলুর রশিদ ডি,ডব্লিউ-১ হিসেবে জেরায় বলেন যে, “এই মামলায় আমার বিরুদ্ধে প্রসিকিউশন পক্ষ থেকে যে সমস্ত সাক্ষী উপস্থাপন করা হয়েছে তাদেরকে আমার আইনজীবী আমার উপস্থিতিতে জেরা করেছেন।” আপীলকারী মোঃ বজলুর রশিদ স্বীকৃত মতেই একজন উচ্চ শিক্ষিত এবং রাষ্ট্রের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। আপীলকারীর উপস্থিতিতে প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীর জেরা ও জবানবন্দী গৃহীত হয়েছে। ফলে আপীলকারী প্রত্যেক জবানবন্দী ও জেরার বক্তব্য অনুধাবন করতে পেরেছে প্রতীয়মান।</p>

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<p style="text-align: center;">গুরুত্বপূর্ণ বিধায় রূপায়ন হাউজিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিগত ইংরেজী ২৮.০৭.২০২০ তারিখে জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন, উপ-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন বরাবরে প্রদত্ত পত্রটি অবিকল অনুলিখন হলোঃ</p> <p>তারিখঃ ২৮.০৭.২০২০ ইং</p> <p>বরাবর জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন উপ-পরিচালক দুর্নীতি দমন কমিশন, ১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।</p> <p>বিষয়ঃ চাহিদা মোতাবেক রেকর্ড/কাগজপত্র সরবরাহ করা প্রসঙ্গে।</p> <p>জনাব, আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, জনাব মোঃ বজলুর রশিদ, পিতাঃ মরহুম বশির উদ্দিন প্রমাণিক, বর্তমান ঠিকানা-৩০/১, উমেশ দত্ত রোড, বকশী বাজার, ঢাকা-১২১১; স্থায়ী ঠিকানা-গ্রামঃ নিশিন্দী, ডাকঘরঃ নারকেলী, থানাঃ জামালপুর সদর, জেলাঃ জামালপুর এর নামে বেইলী রোড, রমনা ঢাকায় রূপায়ন স্থপ্ন নিলয় প্রকল্পের “ই-১” ফ্ল্যাটটি গত এপ্রিল-১৮ ইং মাসে ৩,০৯,০০,০০০/- (তিন কোটি নয় লক্ষ) টাকা মূল্যে ক্রয় করে ২৪.০৪.২০১৮ ইং তারিখে চুক্তিপত্র সম্পাদন করে সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করেন। উক্ত চুক্তিপত্রে অত্র কোম্পানীর পদে তৎকালীন এডভাইজার ক্যাপ্টেন পি, জে, উল্লাহ, পি,এস,সি,বি, এন (অবঃ) এবং এজিএম (একাউন্টস এন্ড ফাইন্যান্স) জনাব মোঃ শরীফ সরকার স্বাক্ষর করেন, স্বাক্ষী হিসেবে এজিএম (সেলস কো-অর্ডিনেশন) জনাব মোঃ আবদুর রহিম স্বাক্ষর করেন।</p> <p>পরবর্তীতে সম্মানিত গ্রাহক ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে লোন নেয়ার কথা বলে মৌজা মূল্য ১,০৫,০০,০০০/- (এক কোটি পাঁচ লক্ষ) টাকা মূল্যমানের একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করার জন্য আবেদন করেন যাহাতে তিনি ২৮.০৮.১৯ইং তারিখের পত্রে ০১.০৮.১৯ইং তারিখের স্বাক্ষর করেন। গ্রাহকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং গ্রাহকের সন্তুষ্টির লক্ষ্যে সরল বিশ্বাসে গত ৩১.০৮.১৯ তারিখ মৌজা মূল্যে ১,০৫,০০,০০০/- (এক কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা) হিসেবে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করে দেয়া হয় যাহাতে অত্র কোম্পানীর পক্ষে তৎকালীন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব একেএম জাহাঙ্গীর আলম এবং স্বাক্ষী হিসেবে এজিএম (একাউন্টস এন্ড ফাইন্যান্স) জনাব মোঃ শরীফ সরকার এবং এজিএম (সেলস কো-অর্ডিনেশন) জনাব মোঃ আবদুর রহিম স্বাক্ষর করেন যাহাতে অত্র কোম্পানীর কোন ব্যবসায়িক স্বার্থ জড়িত নয়।</p> <p>মৌজা মূল্য ১,০৫,০০,০০০/- টাকা মূল্যে চুক্তিপত্র সম্পাদনের নিমিত্তে গ্রাহকের মূল আবেদন পত্রটি এবং একই মূল্যে গ্রাহকের সাথে অত্র কোম্পানীর সম্পাদিত চুক্তিপত্রের মূলকপি আপনার নিকট এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।</p> <p style="text-align: center;">ধন্যবাদান্তে- রূপায়ন হাউজিং এস্টেট লিঃ এর পক্ষে</p>

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<p style="text-align: center;">স্বা/-অস্পষ্ট</p> <p>(মিজানুর রহমান দেওয়ান)</p> <p>উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অপারেশন্স)</p> <p>সংযুক্তিঃ ১। মৌজা মূল্যে ১,০৫,০০,০০০/- টাকা হিসেবে চুক্তিপত্র সম্পাদনের নিমিত্তে গ্রাহকের মূল আবেদন পত্র (১ পাতা)।</p> <p>২। মৌজা মূল্যে ১,০৫,০০,০০০/-টাকা হিসেবে গ্রাহকের সাথে অত্র কোম্পানীর সম্পাদিত মূল্য চুক্তিপত্র (৭ পাতা)।</p> <p style="text-align: center;">উপরিলিখিত পত্রে রূপায়ন কর্তৃপক্ষ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন,</p> <p>“পরবর্তীতে সম্মানিত গ্রাহক ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে লোন নেয়ার কথা বলে মৌজা মূল্য ১,০৫,০০,০০০/- (এক কোটি পাঁচ লক্ষ) টাকা মূল্যমানের একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করার জন্য আবেদন করেন যাহাতে তিনি ২৮.০৮.১৯ইং তারিখের পত্রে ০১.০৮.১৯ইং তারিখে স্বাক্ষর করেন। গ্রাহকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং গ্রাহকের সন্তুষ্টির লক্ষ্যে সরল বিশ্বাসে গত ৩১.০৮.১৯ তারিখ মৌজা মূল্যে ১,০৫,০০,০০০/- (এক কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা) হিসেবে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করে দেয়া হয় যাহাতে অত্র কোম্পানীর পক্ষে তৎকালীন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব একেএম জাহাঙ্গীর আলম এবং স্বাক্ষী হিসেবে এজিএম (একাউন্টস এন্ড ফাইন্যান্স) জনাব মোঃ শরীফ সরকার এবং এজিএম (সেলস কো-অর্ডিনেশন) জনাব মোঃ আবদুর রহিম স্বাক্ষর করেন যাহাতে অত্র কোম্পানীর কোন ব্যবসায়িক স্বার্থ জড়িত নয়।” অর্থাৎ এটি কাঁচের মত স্পষ্ট যে, আপীলকারী বজলুর রশিদ হতে ফ্ল্যাটের মূল্য বাবদ ৩,০৯,০০,০০০/- (তিন কোটি নয় লক্ষ) টাকা রূপায়ন কর্তৃপক্ষ প্রাপ্ত হয়েছেন মর্মে লিখিতভাবে স্বীকার করেছে। উপরিলিখিত পত্র মিজানুর রহমান দেওয়ান প্রসিকিউশন পক্ষের ১০নং সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান পূর্বক আদালতে প্রমাণ করেন। ১০নং সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ</p> <p style="text-align: right;">পি, ডাব্লিউ-১০</p> <p style="text-align: center;">মিজানুর রহমান দেওয়ান</p> <p>“আমি গত ০১.১২.২০১৯ ইং তারিখ থেকে রূপায়ন হাউজিং এস্টেট লিমিটেড উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অপারেশন্স) হিসেবে কর্মরত আছি। মোঃ বজলুর রশিদ রূপায়ন হাউজিং লিমিটেড এর একজন গ্রাহক। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে তাকে পুনরায় একটি চুক্তিনামা আমার যোগদানের পূর্বেই তাকে দেওয়া হয়, যার তারিখ ৩১.০৮.২০১৯ ইং। দুদকের আবেদনের প্রেক্ষিতে আমি ২৮.০৭.২০২০ ইং তারিখে পত্রের মাধ্যমে অবহিত করি। মোঃ বজলুর রশিদ তার ফ্ল্যাটের বিপরীতে প্রথমে ৩,০৯,০০,০০০/- টাকা পেমেন্ট সিডিউল পূর্বক চুক্তি সম্পাদন করেন। পরবর্তীতে পুনরায় তার আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত ফ্ল্যাটের মূল্য ১,০৫,০০,০০০/- টাকা পেমেন্ট সিডিউল পূর্বক চুক্তি সম্পাদন করা হয়। গত ২৮.০৭.২০২০ ইং তারিখের পত্র বিজ্ঞ আদালতে দাখিল করলাম যা</p>

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<p>(প্রদর্শনী- ১০); উহাতে আমার স্বাক্ষর (প্রদর্শনী- ১০/১) হিসেবে চিহ্নিত হলো। এই আমার জবানবন্দী।</p> <p><u>আসামীপক্ষে জেরাঃ</u></p> <p>আমি এখনও রূপায়ন হাউজিং এ কর্মরত আছি। গ্রাহকের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন সংক্রান্ত বিভাগ আমার নিয়ন্ত্রনাধীন। চুক্তি, দলিলাদি কাস্টমার সার্ভিস বিভাগে সংরক্ষিত থাকে। গ্রাহকের পেমেন্ট শেষ হওয়ার পর চুক্তিনামার কপি কোম্পানী এবং গ্রাহকের নিকট থাকে। মূল চুক্তিনামায় অনুলিপির সংখ্যা লেখা নাই। তবে গ্রাহককে কপি দেওয়া হয়। ৩,০৯,০০,০০০/- টাকার মূল চুক্তিনামায় ০২ কপি সম্পাদিত লেখা নাই। সত্য নয়, ফরোয়াডিংসহ ডিড তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট পাঠানো মিথ্যা। ২৯.১২.২০১৯ ইং তারিখে আমি বর্তমান পদে কর্মরত ছিলাম। ৩,০৯,০০,০০০/- টাকার চুক্তিনামা তদন্তকারী কর্মকর্তা আমার নিকট থেকে জব্দ করে নাই। তদন্তকারী কর্মকর্তা আমার কাছে সরকারি Deed চায় নাই। দুদকের চাহিদা মোতাবেক রেকর্ডপত্র সরবরাহ করেছি। দুদক লিখিতভাবে জানতে চেয়েছে। তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে লিখিত জবানবন্দী প্রদান করেছি। সত্য নয়, ৩,০৯,০০,০০০/- টাকার চুক্তিপত্র সংক্রান্ত কোন কথা তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট বলি নাই। সত্য নয়, বজলুর রশীদ কোন আবেদনপত্র দাখিল করে নাই এবং আমাদের কর্তৃক সৃজিত। সত্য নয়, ১,০৫,০০,০০০/- টাকার Deed আমাদের অফিসে সংরক্ষিত ছিল না কিংবা তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট পাঠাই নাই। সত্য নয়, তদন্তকারী কর্মকর্তা কথামতো সাক্ষ্য প্রদান করলাম। সত্য নয়, মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম।</p> <p style="text-align: right;">স্বা/- অস্পষ্ট ৩০.১১.২০২১ বিশেষ জজ (জেলা ও দায়রা জজ) বিশেষ জজ আদালত নং- ৫, ঢাকা।’</p> <p>রূপায়ন কর্তৃপক্ষের উপরিলিখিত বিগত ইংরেজী ২৮.০৭.২০২০ তারিখের পত্র এবং মিজানুর রহমান দেওয়ানের সাক্ষ্য পর্যালোচনায় এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, আপীলকারীর ঋণ প্রাপ্তির প্রয়োজনে এবং আপীলকারীর অনুরোধে ৩,০৯,০০,০০০/- (তিন কোটি নয় লক্ষ) টাকার পরিবর্তে ১,০৫,০০,০০০/- (এক কোটি পাঁচ লক্ষ) টাকার দ্বিতীয় চুক্তি পত্রটি রূপায়ন কর্তৃপক্ষ সম্পাদন করেন।</p> <p>আপীলকারী ডি,ডব্লিউ-১ হিসেবে জবানবন্দীতে বলেন যে, “আমি ডিআইজি প্রিজন্স হিসেবে সদর দপ্তরে কর্মরত থাকাকালীন রূপায়ন হাউজিং লিমিটেড হতে জনাব মোঃ রাকিব, সহকারী সেলস ম্যানেজার এবং আরো কয়েকজন আমার দপ্তরে আসতেন। তারা আমাকে তাদের রূপায়ন হাউজিং লিমিটেড থেকে একটি ফ্ল্যাট</p>

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<p>ক্রয় করার প্রস্তাব দেন এবং আমি তাদের কাছ থেকে ফ্ল্যাট কিনলে তাদের সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট মূল্যে দিবেন মর্মে প্ররোচিত করতে থাকে। ঢাকায় আমার কোন থাকার জায়গা ছিল না। আমার অবসর গ্রহণের সময় নিকটবর্তী ছিল। এক্ষেত্রে তাদেরকে বলি যে, আপনারা যদি আমাকে ব্যাংক থেকে লোনের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন তাহলে আমি একটা ফ্ল্যাট আপনাদের কাছ থেকে নিতে পারি।”</p> <p>আপীলকারীর উপরিলিখিত বক্তব্য থেকে এটি স্পষ্ট যে, রূপায়ন হাউজিং কর্তৃপক্ষ যদি ব্যাংক থেকে লোনের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন তবেই আপীলকারী ফ্ল্যাট ক্রয় করতে ইচ্ছুক মর্মে রূপায়নকে সুষ্ঠুভাবে জানান। অর্থাৎ আপীলকারী ব্যাংক ঋণ ব্যতীত ফ্ল্যাট ক্রয় করার কোন ইচ্ছা বা সামর্থ্য ছিল না। আপীলকারী তার জবানবন্দীতে আরো বলেন যে, “তারা আমাকে ব্যাংক থেকে লোন নেওয়ার সমস্ত কার্যক্রম, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং যা এক্ষেত্রে লাগবে তা তারা করে দিবেন মর্মে আমাকে প্রতিশ্রুতি দেয়। ২০.০৪.২০১৮ ইং তারিখে আমি রূপায়ন অফিসে গিয়ে ১০,০০,০০০/- টাকা প্রদান করে একটি ফরমে স্বাক্ষর করি।” অর্থাৎ রূপায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যাংক লোন প্রদানের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে আপীলকারী বিগত ইংরেজী ২০.০৪.২০১৮ তারিখে ১০,০০,০০০/- টাকা প্রদান করে আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করেন।</p> <p>কিন্তু আপীলকারী তার লিখিত ও মৌখিক সাক্ষীর কোথাও ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য ঋণের আবেদন করেছেন মর্মে কোন তথ্য প্রদান করেন নাই ঋণ গ্রহণ করা তো দূরের কথা। বরং আপীলকারী তার জেরায় বলেছেন যে, “আমি রূপায়ন হাউজিং লিমিটেডকে নগদ টাকা দিয়েছি”। যিনি তার জবানবন্দীতে বলেছেন ব্যাংক ঋণ ছাড়া তিনি ফ্ল্যাট কিনতে পারবেন না। সেই তিনিই ব্যাংকে ঋণের জন্য দরখাস্তই করেন নাই। অর্থাৎ আপীলকারী নিজেকে রক্ষার জন্য অত্র আদালতে একের পর এক মিথ্যা বক্তব্য প্রদান করেছেন প্রমাণিত।</p> <p>আপীলকারী তার জবানবন্দীতে আরো বলেন যে, “ই/১ ফ্ল্যাটের সর্বমোট ১,০৫,০০,০০০/- টাকা মোট মূল্য বাবদ আমি পরিশোধ করি। ০৪.০৮.২০১৯ ইং তারিখে রূপায়ন হাউজিং লিমিটেড তাদের নিজস্ব প্যাডে <i>To whom it may concern</i> দিয়ে রূপায়ন হাউজিং লিমিটেড এর স্বপ্ন নিলয় বিল্ডিং এর ২নং নম্বর বিল্ডিং এর ই/১ ফ্ল্যাটের ১,০৫,০০,০০০/- টাকার সমস্ত টাকাই তারা গ্রহণের স্বীকারোক্তিমূলক সনদপত্র প্রদান করেছেন। ৩১.০৮.২০১৯ ইং তারিখে রূপায়ন</p>

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<p>হাউজিং লিমিটেড এর স্বপ্ন নিলয় প্রকল্পের সাথে আমার ১,০৫,০০,০০০/- টাকা দ্বিতীয় চুক্তিনামা সম্পাদিত হয়। ২০.০৪.২০১৮ ইং তারিখে আবেদন ব্যতীত রূপায়ন স্বপ্ন নিলয় প্রকল্পে আমি আর কোন আবেদন করি নাই। ০১.০৮.২০১৯ ইং তারিখের কথিত আবেদন আমি করি নাই। আমি ৩,০৯,০০,০০০/- টাকা রূপায়ন হাউজিং লিমিটেডকে কখনো প্রদান করি নাই। বিজ্ঞ আদালতে দাখিলকৃত মানি রিসিটগুলো মিথ্যা ও অসত্য।”</p> <p>আপীলকারীর উপরিলিখিত জবানবন্দী মোতাবেক আপীলকারী ১,০৫,০০,০০০/- টাকা মূল্য সাব্যস্তে ই/১ ফ্ল্যাটের চুক্তি সম্পাদন করা এবং ১,০৫,০০,০০০/- টাকা মূল্য পরিশোধ করেছেন। ৩,০৯,০০,০০০/- টাকা পরিশোধ করেন নাই এবং ৩,০৯,০০,০০০/- টাকার রিসিটগুলো মিথ্যা এবং অসত্য মর্মে দাবী করেন।</p> <p>আপীলকারীর লিখিত জবাব ও মৌখিক জবানবন্দী ও জেরা পর্যালোচনায় আপীলকারী ১০,০০,০০০/-টাকা বিগত ইংরেজী ২০.০৪.২০১৮ তারিখে প্রদান করে ফর্মে স্বাক্ষর করেছেন বক্তব্য ছাড়া বাকী ৯৫,০০,০০০/ লক্ষ টাকা কখন, কোন তারিখে, কোন রশিদ মূলে প্রদান করেছেন তৎমর্মে কোন বক্তব্য তার লিখিত বর্ণনা ও মৌখিক সাক্ষ্যে নাই।</p> <p>আপীলকারী জেরায় বলেন যে, “সত্য নয়, আমি রূপায়ন হাউজিং লিমিটেডকে যে টাকা প্রদান করেছি সেগুলো আমার বাড়ীতে ছিল। রূপায়ন হাউজিং লিমিটেডকে টাকা প্রদান করার সময় স্থানীয় চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিল না। রূপায়ন হাউজিং কর্তৃপক্ষ শত্রুতা বশত বাহির থেকে টাকা এনে আমার প্রতি অভিযোগ করেছে এমন কোন কথা জবানবন্দীতে বলি নাই।”</p> <p>অর্থাৎ আপীলকারী ডি, ডব্লিউ-১ হিসেবে আদালতে তার জবানবন্দী পর্যালোচনায় এটি কাঁচের মত স্পষ্ট যে, আপীলকারী একদিকে বলেছেন তিনি ১,০৫,০০,০০০/ টাকা পরিশোধ করেছেন ৩,০৯,০০,০০০/- টাকা প্রদান করেন নাই। কিন্তু ১,০৫,০০,০০০/- টাকা প্রদানেরও সঠিক হিসাব তিনিই আদালতে প্রদান করেন নাই। প্রসিকিউশন পক্ষের বক্তব্য যদি নাও ধরি, প্রসিকিউশন পক্ষের একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যও যদি গ্রহণ না করা হয়, তাহলেও আপীলকারীর বক্তব্য মিথ্যা। কারন বাকী ৯৫,০০,০০০/ লক্ষ টাকা আপীলকারী কিভাবে প্রদান করল, কোন তারিখে প্রদান করল, কার সম্মুখে প্রদান করল, সেই মানি রিসিটগুলো কোথায় তৎমর্মে বিন্দুমাত্র কোন বক্তব্য আপীলকারী তার লিখিত ও মৌখিক সাক্ষ্যে প্রদান করেন নাই। এতে এটি স্পষ্ট যে, অত্র আপীলকারী আদালতের সম্মুখে সঠিক কথা বলছেন না। বরং আদালতের সম্মুখে মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করেছেন।</p>

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<p>আপীলকারী জবানবন্দীতে বলেছেন বিগত ইংরেজী ০১.০৮.২০১৯ তারিখের কথিত আবেদন তিনি করেন নাই। আপীলকারীর আবেদনের স্বাক্ষর, আপীলকারীর জবানবন্দী ও জেরার স্বাক্ষর, ২টি চুক্তিদ্বয়ের স্বাক্ষর অত্র আদালত মিলিয়ে দেখে সামঞ্জস্যপূর্ণ পায়।</p> <p>বর্তমানে সাধারণত বাংলাদেশে কোন ব্যক্তি এক লক্ষ টাকার উপর কাউকে নগদে প্রদান করেন না। সাধারণত বর্তমানে প্রায় সকল লেনদেনই ব্যাংকিং চেক কিংবা পে-অর্ডার প্রদানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। অপরদিকে, ফ্ল্যাট নির্মাণ কোম্পানীকে কেহই নগদে টাকা প্রদান করেন না। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ফ্ল্যাট নির্মাণ কোম্পানীকে ফ্ল্যাট ক্রেতা ব্যাংক চেকের মাধ্যমে বা পে-অর্ডার এর মাধ্যমে ফ্ল্যাটের মূল্য বা কিস্তি পরিশোধ করেন।</p> <p>আপীলকারী জেরায় বলেন যে, “আমার ১টা ব্যাংক একাউন্ট আছে। আমি রূপায়ন হাউজিং লিমিটেডকে নগদ টাকা দিয়েছি।”</p> <p>অর্থাৎ আপীলকারী জেরায় স্বীকার করেন যে, তার একটি ব্যাংক একাউন্ট আছে। তাহলে প্রশ্ন আসে কেন তিনি কোটি কোটি টাকা ব্যাংক চেকে বা পে-অর্ডারে প্রদান না করে নগদে রূপায়ন হাউজিং লিমিটেডকে প্রদান করলেন? এর একটাই উত্তর তা হলো উক্ত টাকা বৈধ না হওয়ায় তা তিনি ব্যাংকে রাখতে পারেন নাই।</p> <p>কোন শিক্ষিত ও জ্ঞানী মানুষ কোটি কোটি নগদ টাকা ঘরে রাখেন না। কিন্তু আপীলকারী মোঃ বজলুর রশীদ কোটি টাকা ঘর থেকে নিয়ে রূপায়ন হাউজিং লিমিটেডকে নগদে প্রদান করেছেন।</p> <p>আপীলকারী রূপায়ন হাউজিং লিমিটেডকে নগদে টাকা প্রদানের সময় উক্ত স্থানে আর কে কে উপস্থিত ছিলেন তা বলেন নাই।</p> <p>আপীলকারী প্রসিকিউশন পক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত মানি রিসিটসমূহ অস্বীকার করে বলেছেন উক্ত মানি রিসিটসমূহ দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক সৃজিত। তাহলে প্রশ্ন আসে প্রকৃত মানি রিসিটগুলো কোথায়? আপীলকারী তার দীর্ঘ লিখিত ও মৌখিক জবানবন্দীতে উক্ত মানি রিসিট সম্পর্কে বিন্দুমাত্র উল্লেখ করেন নাই। অর্থাৎ আপীলকারী অত্র আদালতের সম্মুখে অসত্য লিখিত ও মৌখিক জবানবন্দী প্রদান করেছেন।</p> <p>আপীলকারী তার জেরায় আরও বলেন যে, “সত্য নয়, আমি রূপায়ন হাউজিং লিমিটেডকে যে টাকা প্রদান করেছি সেগুলো আমার বাড়ীতে ছিল।” এর অর্থ</p>

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<p>রুপায়ন হাউজিং লিমিটেডকে তিনি যে কোটি কোটি টাকা প্রদান করেছেন তা তার বাড়ীতে ছিলনা। তাহলে তিনি কোথা থেকে উক্ত কোটি কোটি টাকা নগদ প্রাপ্ত হয়ে রুপায়ন হাউজিং লিমিটেডকে প্রদান করেছেন সে সম্পর্কে তার লিখিত ও মৌখিক জবানবন্দিতে কোন বক্তব্য নাই।</p> <p>স্বীকৃত মতেই অত্র আপীলকারী পৈত্রিক সূত্রে কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হন নাই। আপীলকারীর একমাত্র বৈধ আয়ের উৎস হলো ১৯৯৭ সালে যোগদানকৃত সরকারি চাকুরী। বাংলাদেশে ২১ বৎসর সরকারি চাকুরী করে চাকুরীর বেতন হতে পারিবারিক ব্যয় মিটিয়ে কোটি কোটি টাকা নগদ জমা থাকা এককথায় অবাস্তব, অবিশ্বাস্য এবং কল্পকাহিনীকেও হার মানায়।</p> <p>ডি, ডাব্লিউ-২ হিসেবে আপীলকারী মোঃ বজলুর রশিদ এর অর্ডারলী মোঃ হুমায়ন কবির এবং ডি, ডাব্লিউ- ৩ হিসেবে তার গাড়ীচালক মোঃ মনির খান জবানবন্দি প্রদান করেন।</p> <p>ডি, ডাব্লিউ- ৪ হিসেবে মোঃ জিয়াউল হক তার জবানবন্দিতে বলেন যে, “জুন মাসের ১৫ তারিখ ২০১৯ আমি গিয়ে গাছ দেখি। বজলুর রশীদ এর কাছ থেকে আমি দুইদিন সময় চাই এবং বলি দুইদিন পর আপনাকে জানাবো। ১৭,০০,০০০/- টাকায় ৯০টি আকাশমনি গাছ খরিদ করি। ১৪.০৭.২০১৯ তারিখে ৮০টি মেহগনি গাছ ১৪,৮০,০০০/- টাকায় খরিদ করি। ২১.০৭.২০১৯ তারিখে আবারো ১০৫টি মেহগনি গাছ ২২,৮৪,৯০৫/- টাকায় খরিদ করি। গাছ খরিদ করে ভাউচার প্রদান করি। ভাউচারে আমার স্বাক্ষর আছে। পরবর্তীতে গাছ বিক্রি সংক্রান্তে হলফনামা সম্পাদন করেছি।”</p> <p>এই সাক্ষী জেরায় বলেন যে, “আজকে বিজ্ঞ আদালতে মূল ভাউচার বই আনি নাই। বজলুর রশীদ সাহেব হলফনামা দিতে বলছে তাই দিয়েছি। লেখাপড়া জানি। হলফনামার মধ্যে কি লেখা আছে দেখে বলতে পারবো। হলফনামায় বজলুর রশীদের কোন স্বাক্ষর নাই। আমাকে বলেছে গাছ বিক্রি করেছি সেই সম্পর্কে কোর্টে গিয়ে বলতে হবে। হলফনামা বাড়ীতে বসে করেছি। হলফনামায় কে কিভাবে স্বাক্ষর করেছে এবং সীল দিয়েছে তা বলতে পারবো না। হলফনামায় কোন সাক্ষী নাই। ”</p> <p>ডি, ডাব্লিউ- ৫ হিসেবে মোঃ মিজানুর রহমান তার জবানবন্দিতে বলেন যে, “আমি <i>Lam International Inspection Company</i> এর চেয়ারম্যান। আমার কোম্পানির মাধ্যমে ব্যাংকে লোন সংক্রান্ত পার্টির লোন</p>

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<p>অনুমোদনের জন্য <i>Value Assessment</i> করা হয়। গত ২৪/০৪/২০১৮ ইং তারিখে বিকাল অনুমান ৪.০০ ঘটিকার সময় বজলুর রশিদ এবং রূপায়ন হাউজিং এস্টেট লিমিটেড এর মধ্যে ৩,০৯,০০,০০০/- টাকার একটি দলিল সম্পাদিত হয়। আমি উক্ত দলিলে সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করি। দলিলে আমার স্বাক্ষর শনাক্ত করছি। রূপায়ন হাউজিং এস্টেট লিমিটেড এর মার্কেটিং বিভাগের প্রধান জনাব এহসান সাহেবের নির্দেশক্রমে জনাব বজলুর রশিদ স্যার এবং আমি ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড, মহাখালী ব্রাঞ্চ, ঢাকায় লোনের ব্যাপারে গিয়েছিলাম। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানালেন ঐ শাখায় ঐ প্রজেক্টের উপর ঋণ থাকায় তারা ঋণ দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। রূপায়ন হাউজিং এস্টেট লিমিটেড এর স্বপ্ন নিলয় প্রজেক্টে ২নং বিল্ডিং এ ই-১ ফ্ল্যাটের মোট মূল্য ১,০৫,০০,০০০/- টাকা ইতোমধ্যে পরিশোধ হয়েছে যার কারণে ৩১/০৮/২০১৯ ইং তারিখে বেলা অনুমান ১২.০০ টা হতে ১.০০ টার মধ্যে রূপায়ন প্রধান কার্যালয়ে রূপায়ন কর্তৃপক্ষ এবং মোঃ বজলুর রশিদ এর মধ্যে ১,০৫,০০,০০০/- টাকার একটি দলিল আমার উপস্থিতিতে স্বাক্ষরিত হয়। আমি উক্ত দলিলে সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর প্রদান করি। দলিলে আমার স্বাক্ষর শনাক্ত করছি। এই আমার জবানবন্দি।”</p> <p>এই সাক্ষী জেরায় বলেন যে, “এই মামলায় দুইটি চুক্তিপত্র আছে। দুইটি চুক্তিপত্রে আমার স্বাক্ষর আছে। একটি চুক্তিপত্র ৩,০৯,০০,০০০/- উভয় টাকা এবং অপরটি ১,০৫,০০,০০০/- টাকা। চুক্তিপত্রের স্বাক্ষরের নীচে <i>Lam International Inspection Company</i> এর চেয়ারম্যান হিসেবে উলে- খ নাই। <i>Agreement for Allotment of Apartment in "Rupayan Swapno Niloy" Project of Rupayan Housing Estate Limited</i> শিরোনামে <i>This Agreement is made on the 24th day of April, Two Thousand Eighteen of the Christian Era</i> লেখা আছে। অনুরূপভাবে <i>Agreement for Allotment of Apartment in "Rupayan Swapno Niloy" Project of Rupayan Housing Estate Limited INT This Agreement is made on the 31st day of August Two Thousand nineteen of the Christian Era</i> লেখা আছে। দুইটি চুক্তিপত্রে <i>First Party</i> হিসেবে <i>Rupayan Housing Estate Ltd. Developer</i> এবং <i>Md. Bazlor Rashid</i> <i>Second Party-</i></p>

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<p>Purchaser. উভয় চুক্তিপত্রে ব্যাংক লোন সম্পর্কে কোন কথা লেখা নাই। উভয় চুক্তিপত্রে আমি সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করেছি। আমি একজন শিক্ষিত লোক। আমি ইংরেজি বুঝি। উভয় চুক্তিপত্রে আমি পড়ে, বুঝে স্বাক্ষর করেছি। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানালেন ঐ শাখায় ঐ প্রজেক্টের উপর ঋণ থাকায় তারা ঋণ দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। রূপায়ন হাউজিং এস্টেট লিমিটেড এর স্বপ্ন নিলয় প্রজেক্টে ২নং বিল্ডিং এ ই-১ ফ্ল্যাটের মোট মূল্য ১,০৫,০০,০০০/- টাকা ইতোমধ্যে পরিশোধ হয়েছে যার কারণে ৩১/০৮/২০১৯ ইং তারিখে বেলা অনুমান ১২.০০ টা হতে ১.০০ টার মধ্যে রূপায়ন প্রধান কার্যালয়ে রূপায়ন কর্তৃপক্ষ এবং মোঃ বজলুর রশিদ এর মধ্যে ১,০৫,০০,০০০/- টাকার একটি দলিল স্বাক্ষরিত হয়-এ ধরনের কোন কথা চুক্তিপত্রের মধ্যে নাই। ৩,০৯,০০,০০০/- টাকার চুক্তিপত্র বহাল থাকা অবস্থায় ১,০৫,০০,০০০/- টাকার চুক্তিপত্র করা হয়। দ্বিতীয় চুক্তিপত্র দ্বারা প্রথম ৩,০৯,০০,০০০/- টাকার চুক্তিপত্র বাতিল করা হয় নাই। উভয় চুক্তি বিষয়ে আমি কোন রূপায়ন হাউজিং এস্টেট লিমিটেডকে নোটিশ করি নাই। চুক্তিপত্রের Second Party-Purchaser এর কোন ব্যাংক লোন নাই। সত্য নয়, Developer Company-কে লোন দেয় না। ব্যাংক লোন পার্টিকে পরিশোধ করতে হয়। সত্য নয়, আদালতে ভ্রমাত্মক কথা বলেছি যা মামলার বিষয়বস্তু সম্পর্কিত নয়।”</p> <p>উপরিলিখিত সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা পর্যালোচনায় এটি কাঁচের মত স্পষ্ট যে, উপলিখিত সাক্ষীকে দিয়ে অত্র আপীলকারী আদালতে মিথ্যা সাক্ষী প্রদান করেছেন।</p> <p>প্রসিকিউশন পক্ষের ৯ নং সাক্ষী মোঃ মাহাবুব হোসেন যিনি বিগত ইংরেজী ১৮.০৮.২০২০ তারিখে সাব-রেজিষ্ট্রার, জামালপুর কর্মরত ছিলেন। তিনি তার জবানবন্দীতে বলেন যে, “জামালপুর সদর সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ০৫টি সাফ-কবলা দলিলের জাবেদা নকল ৩১ নং স্মারকে, তারিখ ১৮.০৮.২০২০ ইং মোতাবেক সরবরাহ করা হয়। দলিল ৫টি যথাক্রমে-১। সাফ-কবলা দলিল নং ৭১৬৪, তারিখ ১৮.০৫.২০০২ ইং, দাতা-মোঃ সফিউল করিম লাল, গ্রহীতা-মোছাঃ নূরজাহান বেওয়া, স্বামী-মরহুম বহির উদ্দিন প্রমানিক; ২। হেবাবিল এওয়াজ দলিল নং ১৭০৬৬ তারিখ-২৮.০৯.২০০৫ ইং, দাতা-মোছাঃ নূরজাহান বেওয়া, গ্রহীতা-মোঃ বজলুর রশিদ, পিতা-মরহুম বহির উদ্দিন প্রমানিক; ৩। সাফ-কবলা দলিল নং-১৪৪৭৫, তারিখ-৩০.০৮.২০০৩ ইং, দাতা-মোঃ শহিদুল ইসলাম,</p>

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<p>মোঃ ফরিদুল ইসলাম, মোঃ মফিজুর রহমান এবং মোঃ ফজলুল হক, গ্রহীতা-মোছাঃ নূরজাহান বেওয়া, স্বামী-মরহুম বহির উদ্দিন প্রমানিক; ৪। হেবাবিল এওয়াজ দলিল নং-৪২৫০, তারিখ-০৬.০৩.২০০৪ ইং, দাতা মোছাঃ নূরজাহান বেওয়া, গ্রহীতা-মোঃ বজলুর রশিদ, পিতা-মরহুম বহির উদ্দিন প্রমানিক; ৫। হেবাবিল এওয়াজ দলিল নং-৪২৫১ তারিখ-০৬.০৩.২০০৪ ইং, দাতা-মোছাঃ নূরজাহান বেওয়া, গ্রহীতা-মোঃ বজলুর রশিদ, পিতা-মরহুম বহির উদ্দিন প্রমানিক। আমি গত ০১.০৯.২০২০ ইং তারিখ আমি সাব-রেজিস্ট্রার, সদর সাব রেজিস্ট্রি অফিস জামালপুর কর্মরত থাকাবস্থায় দুর্নীতি দমন কমিশনের উপ-পরিচালক ও তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন এর চাহিদার প্রেক্ষিতে জামালপুর সদর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত পূর্বের ০৫ টি সহ মোট ০৬ টি সাফ-কবলা দলিলের জাবেদা নকল ৩৮ নং স্মারক, তারিখ ০১.০৯.২০২০ ইং মোতাবেক সরবরাহ করা হয়। দলিলটি যথাক্রমে- সাফ-কবলা দলিল নং-৫২১৪, তারিখ ২০.০৩.২০০৩ ইং, দাতা-মোঃ হেলাল উদ্দিন, মোঃ আনোয়ার হোসেন খান, গ্রহীতা-মোছাঃ নূরজাহান বেওয়া, স্বামী-মরহুম বহির উদ্দিন প্রমানিক; এই সেই ০৬ টি সাফ-কবলা দলিলের জাবেদা নকল যা আমার অফিস থেকে সরবরাহ করা হয় যা (প্রদর্শনী-৬ সিরিজ) হিসেবে চিহ্নিত হলো। এই আমার জবানবন্দী।”</p> <p>গ্রহীতা মোছাঃ নূরজাহান বেওয়া (আপীলকারী মোঃ বজলুর রশিদের মাতা) তার নামে দলিলটি সম্পাদনের ৪ মাস পরই তিনি তার সন্তান তথা অর্থাৎ আপীলকারী মোঃ বজলুর রশিদকে উক্ত দলিলের সম্পত্তি হেবা করে দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো কেন তিনি চার মাস পূর্বে সম্পদ ক্রয় করে চার মাস পর তা হেবা করে দিলেন?</p> <p>বিগত ইংরেজী ২৮.০৯.২০০৫ তারিখে মোছাঃ নূরজাহান বেওয়ার কোন আয় ছিলনা। এমনকি তার নামে কোন আয়কর নথিও ছিল না। বিগত ইংরেজী ১৮.০৫.২০০৫, ৩০.০৮.২০০৩ এবং ২০.০৩.২০০৩ তারিখে যে দলিলগুলো দ্বারা মোছাঃ নূরজাহান বেওয়া সম্পদের মালিক হয়েছেন সে সময় তার কোন আয় না থাকায় প্রশ্ন আসে উক্ত সম্পত্তি তিনি কিভাবে ক্রয় করলেন? প্রকৃতপক্ষে আপীলকারী মোঃ বজলুর রশিদ তার অবৈধ পন্থায় অর্জিত টাকা দিয়ে উপরিলিখিত দলিলসমূহের মাধ্যমে তার মা মোছাঃ নূরজাহান বেওয়া মায়ের নামে দলিলে বর্ণিত সম্পত্তি ক্রয় করে পরবর্তীতে সেসব সম্পত্তি নিজের নামে হেবামূলে গ্রহণ করেছেন। আপীলকারীর এহেন কর্ম নীতি নৈতিকতারও পরিপন্থী। কারণ এ ক্ষেত্রে আপীলকারী তার অবৈধ অর্থ বৈধ করার নিমিত্তে তার গর্ভধারিনী মায়ের নাম ব্যবহার করেছেন, যা একজন</p>

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		<p>সন্তানের নিকট কোন ভাবেই কাম্য নয়।</p> <p>সার্বিক পর্যালোচনায় এবং প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণ বিচার বিশ্লেষণে এটি প্রতীয়মান যে, আপীলকারী সিদ্ধেশ্বরী রোড, রমনা, ঢাকা রূপায়ন স্বপ্ন নিলয় প্রকল্পের ২নং ভবনের ২য় তলায় ২৯৮১ বর্গফুট আয়তনের ফ্ল্যাটটি তার অবৈধ আয়ের টাকা হতে ৩,০৯,০০,০০০/- (তিন কোটি নয় লক্ষ) টাকায় নগদে ক্রয় করেছেন।</p> <p>প্রসিকিউশন পক্ষ সন্দেহাতীতভাবে আপীলকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন।</p> <p>বিজ্ঞ বিশেষ জজ, ৫ম আদালত, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং- ০৮/২০২০ (দুদক সজেকা ঢাকার মামলা নং- ৭(১০)২০১৯, এ. সি. সি. জি. আর. নং- ১২৫/২০১৯, মেট্রোঃ বিশেষ মামলা নং- ১৪৪/২০১৯ হতে উদ্ধৃত)-এ আসামী মোঃ বজলুর রশীদ-কে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৭(১) ধারার অভিযোগে অভিযুক্ত করে উক্ত ধারায় ৫ (পাঁচ) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ (ছয়) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদানের এবং জ্ঞাত আয় বহির্ভূত ৩,১৪,৩৫,৯০২/- টাকার সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে জব্দ করার বিগত ইংরেজী ২৩.১০.২০২২ তারিখের রায় ও দন্ডদেশ সঠিক এবং আইনানুগ হয়েছে। অত্র ফৌজদারী আপীলটি নামঞ্জুর যোগ্য। তবে আপীলকারীকে বিনাশ্রম কারাদন্ডের পরিবর্তে সশ্রম কারাদন্ড প্রদান আইনগতভাবে সঠিক হয় নাই।</p> <p>অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র ফৌজদারী আপীলটির দন্ডদেশ সংশোধন তথা সশ্রম কারাদন্ডের পরিবর্তে বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান পূর্বক নামঞ্জুর করা হলো।</p> <p>বিজ্ঞ বিশেষ জজ, ৫ম আদালত, ঢাকা কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং- ০৮/২০২০ (দুদক সজেকা ঢাকার মামলা নং- ৭(১০)২০১৯, এ. সি. সি. জি. আর. নং- ১২৫/২০১৯, মেট্রোঃ বিশেষ মামলা নং- ১৪৪/২০১৯ হতে উদ্ধৃত)-এ আসামী মোঃ বজলুর রশীদ-কে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৭(১) ধারার অভিযোগে অভিযুক্ত করে উক্ত ধারায় ৫ (পাঁচ) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ (ছয়) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদানের এবং জ্ঞাত আয় বহির্ভূত ৩,১৪,৩৫,৯০২/- টাকার সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে জব্দ করার বিগত ইংরেজী ২৩.১০.২০২২ তারিখের রায় ও দন্ডদেশ সংশোধন পূর্বক ০৫ (পাঁচ) বছর বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ (ছয়) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান এবং জ্ঞাত আয় বহির্ভূত ৩,১৪,৩৫,৯০২/- টাকার সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে জব্দ করার বিগত ইংরেজী ২৩.১০.২০২২ তারিখের রায় ও দন্ডদেশ বহাল রাখা হলো।</p> <p>অত্র রায়ের অনুলিপি সহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরণ করা হোক।</p> <p style="text-align: right;">(বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)</p>

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
-----------	-------	------------